ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইস এবং মেয়েদের নিরাপত্তা

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

ইন্টারনেটের খোলা জানালা দিয়ে অনেক ভালো জিনিসের সাথে সাথে চলে আসছে অনেক ক্ষতিকর জিনিসও। তাই বলা হয়ে থাকে, ইন্টারনেট হলো এমন একটি প্লাটফর্ম, যা পৃথিবীর সব মানুষকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে।

এখন সবাই সবার সাথে একই প্লাটফর্মে কথা বলতে পারছে, নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারছে। ইন্টারনেট দূর করে দিয়েছে ছেলেমেয়ের মাঝের দেয়াল।

অনেকে বলেন, ইন্টারনেট বা ডিজিটাল ডিভাইসগুলো হয়ে উঠেছে নারীর প্রতি অবমাননার এক নতুন হাতিয়ার। মোবাইল ক্যামেরায় তোলা কোনো ব্যক্তিগত ছবি নিমিষেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে হাজারো মানুষের কাছে। বন্ধুবীর সাথে মজার কোনো ছবিই হয়ে যায় তার জন্য অনেক বড় কোনো অপমানের কারণ। তাই মেয়েদেরকে ডিজিটাল ডিভাইস বা ইন্টারনেট ব্যবহারে হতে হবে অনেক বেশি সাবধানী ও কৌশলী।

মোবাইল ফোন

ইদানীং একেকটি মোবাইল ফোন হয়ে উঠেছে একেকটি ছোটখাটো কমপিউটার। সেখানে টেক্সট, ছবি, ভিডিওসহ সব ধরনের তথ্যই রাখা যায়। বিপত্তিটি বাধে তখন, যখন মোবাইল ফোনটি কোনো খারাপ লোকের হাতে পড়ে। কোনো মেয়ের মোবাইলে থাকতে পারে তার একান্ত ব্যক্তিগত কোনো ছবি বা ভিডিও বা টেক্সট। এখন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল থেকে তা নিমিষেই ছড়িয়ে পড়তে পারে পুরো ইন্টারনেটে। তাই মোবাইলে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু না রাখাই ভালো। কারণ, বলা যায় না কখন আপনার মোবাইলটি কোনো আজেবাজে লোকের হাতে পড়ে।

এক ধরনের হীনরুচির মানুষ আছে যারা মেয়েদের নম্বর পাবলিকলি ছড়িয়ে দেয়। এতে করে ওই মেয়েটির ব্যক্তিগত জীবন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই কোনো মেয়ের তার মোবাইল ফোন নম্বরটি যতদূর সম্ভব পাবলিকলি শেয়ার না করাই ভালো।

প্রেম-ভালোবাসাতে সবচেয়ে বড় জায়গাটা বোধহয় বিশ্বাসের, আস্থার। কিন্তু নিকট অতীতে প্রেমের নামে অনেক মেয়েকেই প্রতারিত হতে দেখা গেছে। প্রেমিক-প্রেমিকার অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্ত মোবাইলের এমএমএসের মাধ্যমে পৌঁছে গেছে সবার হাতে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়েটি হয়তো পরিস্থিতির শিকার, কিন্তু সমাজের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায় মেয়েটিই। তাই প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে মানবিক আর নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়াটাই সমীচীন।

নতুন আরেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, মোবাইল রিফিল করা নিয়ে। আপনার দেয়া নম্বরটি রিফিলের দোকান থেকে কিন্তু বিক্রি হয়ে যেতে পারে কোনো বিকৃত রুচির মানুষের কাছে। অনেক রিফিলের দোকানদার টাকার বিনিময়ে মেয়েদের নম্বর বিক্রি করে দেয় এসব বিকৃত রুচির মানুষের কাছে। তাই পরিচিত দোকান থেকে রিফিল করাই ভালো বা কার্ডের মাধ্যমে রিফিল করা যেতে পারে।

ইন্টারনেট

ইন্টারনেট হলো একটি পাবলিক প্লেস। তাই ইন্টারনেটে ব্যক্তিগত তথ্য যত কম দেয়া যায় ততই ভালো। ইন্টারনেটে কখনই ব্যক্তিগত ছবি, ঠিকানা বা ফোন নম্বর পাবলিকলি শেয়ার করা উচিত নয়। ইন্টারনেটে আপনার ই-মেইলটি যথেষ্ট মাত্রায় নিরাপদ রাখতে হবে।

কমপিউটারে ভাইরাস বা স্পাইওয়্যারের মাধ্যমে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়ে যেতে পারে। তাই কমপিউটারকে সবসময় ভাইরাসমুক্ত রাখতে হবে। আপডেটেড অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের তরুণদের অনলাইন কার্যক্রমের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে ফেসবুক। ফেসবুকের মাধ্যমে খুব সহজেই নতুন নতুন বন্ধু বানানো যায়। কাউকে বন্ধু বানানোর আগে ভালো করে যাচাই করে নেয়া উচিত। আর কোনো তথ্যই পাবলিক না করাই ভালো। ছবি বা কমেন্টগুলো অবশ্যই শুধু বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করা উচিত কোনোভাবেই পাবলিকলি নয়।

মনে রাখবেন, যদি কোনো ছবি বা ভিডিও একবার ইন্টারনেটে আপলোড হয়ে যায় তবে তা আর কোনোভাবে পুরোপুরি মুছে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, কেউ না কেউ তা কপি করে নিজের কমপিউটারে রেখে দিতে পারে এবং পরে আপলোড করতে পারে। তাই ইন্টারনেটে কোনো তথ্য, ছবি, ভিডিও শেয়ার করার আগে ভালোমতো চিন্তা করে নিন।

আইনি ধারা ও আইনি সহায়তা

২০০৬ সালে বাংলাদেশ সরকার সাইবার আইন পাস করে। এটি সাধারণত 'The Information and Communication Technology Act 2006' নামে পরিচিত।

এর ধারা ৫৭ তে বলা আছে–

ইলেকট্রনিক কর্মে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর প্রকাশ সংক্রান্তঅপরাধ ও উহার দণ্ড : ০১. কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কোনো তথ্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসত কাজে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যার ফলে মানহানি ঘটে, আইনের অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করা হয় তাহা হইলে তাহার এ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

০২. কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করিলে অনধিক দশ বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

পর্নোগ্রাফি তৈরির অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রেখে 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল-২০১২' পাস হয়েছে সংসদে। এ আইনে পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে কারো মর্যাদাহানি বা কাউকে ব্ল্যাকমেইল করা হলে, এমনকি এ জাতীয় কিছু সংরক্ষণ বা পরিবহন করা হলেও দুই থেকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং এক থেকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে।

বিলটি সম্পর্কে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে চলচ্চিত্র, স্যাটেলাইট, ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি মারাত্মক ব্যধির মতো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। পর্নোগ্রাফি যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর শিকার হয়ে অনেক নারী, পুরুষ ও শিশুকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকায় অপরাধ রোধ ও অপরাধীদের বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।'

এ আইনে পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে কারো মর্যাদাহানি বা কাউকে ব্ল্যাকমেইল করা হলে, এমনকি এ জাতীয় কিছু সংরক্ষণ বা পরিবহন করা হলেও দুই থেকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং এক থেকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে।

বিলটিতে আরো বলা হয়েছে,

'পর্নোগ্রাফির অভিযোগ পাওয়া গেলে তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) বা তার সমমর্যাদার কর্মকর্তাকে দিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। তদন্তের প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে আরো ১৫ দিন এবং আদালতের অনুমোদন পাওয়া গেলে আরো ৩০ দিন পর্যন্ত সময় নেয়া যাবে। বিলের ৬ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, এ জাতীয় অপরাধের সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার বা কোনো পর্নোগ্রাফি সরঞ্জাম জব্দ করার জন্য তল্লাশি চালানো যাবে।'

শেষ কথা

যতদিন আমাদের সমাজ আরো মূল্যবোধসম্পন্ন হয়ে না উঠছে, নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন আমাদের নারী সমাজকে আরো অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই যায় তবে দ্রুত আইনি সহায়তা নিতে হবে।

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com